দৈনিক বাংলা

১১|২|৮১

৯৬৭

180

প্রত্যেক মহকুমায় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠায় বিল আনা হচ্ছে

মন্ত্রিপরিষদ মঙ্গলবার দেশের প্রত্যেক মহকুমায় বা সরকার নির্ধারিত অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকায় স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি খসড়া বিল সংসদে পেশের জন্য অনুমোদন করেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মন্ত্রিপরিষদের এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

একজন সরকারী মুখপাত্র বাসসকে জানান যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন এবং দেশে সংগঠিত ও পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষার সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করতে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।

প্রস্তাবিত বিলটি হচ্ছে সরকার নিয়োজিত একটি কমিটির সুপারিশ। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সমস্যা ও চাকরির শর্তাবলী পরীক্ষা করতে এ কমিটি নিয়োগ করা হয়।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব আবদুল বাতেনের নেতৃত্বাধীন এ কমিটিতে রয়েছেন সংসদের চারজন সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তিনজন প্রতিনিধি—সমিতির সভাপতি জনাব আবুল কালাম আজাদ, সম্পাদক কাজী ফজলুল হক, নেতৃস্থানীয় সদস্য মিসেস জাহানারা খানম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

মুখপাত্র বলেন যে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।

স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে মুখপাত্র বলেন যে এতে প্রত্যেক থানা থেকে একজন করে গ্রাম সরকার প্রধান, প্রত্যেক থানা উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, প্রত্যেক থানা থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন করে সরকারী শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত শিক্ষক থাকবেন। মহকুমা অফিসার পদাধিকার বলে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও মহকুমা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদাধিকার বলে কর্তৃপক্ষের সম্পাদক হবেন।

কর্তৃপক্ষের সদস্যদের ভোটে কর্তৃপক্ষের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

মুখপাত্র বলেন যে সরকার চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহী পৌর এলাকার আঞ্চলিক সীমানার জন্য পৃথক স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাজ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে নামের তালিকা থেকে শিক্ষক নিয়োগ করবেন।

সরকারের দায়িত্ব হবে সার্বিক নীতি প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠক্রম ও পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন ও নির্ধারণ, বার্ষিক বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন এবং শিক্ষক নিয়োগের নিয়ম-কানুন প্রণয়ন। সরকার শিক্ষকদের বেতন, পেনশন, গ্রাচুইটি, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য তহবিল প্রদান করবেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য তহবিল নির্ধারণ করবেন।

মুখপাত্র বলেন যে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষকদের

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ

(১ম পৃঃ পর)

মধ্যে থেকে নির্বাচিত একজন শিক্ষক প্রতিনিধি ব্যবস্থাপনা কমিটিতে থাকবেন।

তিনি বলেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সরকারী চাকুরের মর্যাদা পাবেন এবং তাদের অসুবিধা করে তাদের চাকরির শর্ত পরিবর্তন বা পাল্টানো হবে না।